সমকাল

তারিখ 16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

খোলা আকাশের নিচে ক্লাস

বালিয়াটী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

পরিত্যক্ত ভবনের বারান্দায় চলছে ক্লাস ■ সমকাল

■ মো. জাহাঙ্গীর আলম, *সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ)*

সাটুরিয়ার বালিয়াটী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রায় তিন মাস ধরে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। গত এপ্রিলে কালবৈশাখীতে স্কুল ভবনের চালের টিন উড়ে গেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় রোদ ও বৃষ্টিতে এভাবেই ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকরা। এ স্কুলের পড়াশোনার মান ভালো হওয়ায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও রয়েছে। এবার ৩৩ শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের তিনটি ভবনের মধ্যে দুটি টিনশেড ভবন ৫ বছর আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকায় ম্যানেজিং কমিটির নির্দেশে ওই পরিত্যক্ত ভবনেই ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক মাহমুদা বেগম বলেন, বিদ্যালয়টি ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধাপাকা দুটি টিনশেড ভবনের বয়স হয়েছে ৯৮ বছর। ভবনের দেয়ালে বিশাল ফাটল ও টিনগুলো ফুটো হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজেই ক্লাস করতে হয়। তিনি জানান, বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১০ জন। শ্রেণিকক্ষ আছে ১০টি। এর মধ্যে পরিত্যক্ত ভবনে নেওয়া হয় সাতটি ক্লাস। উত্তর পাশের চারটি রুমে ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। পশ্চিম পাশের ভবন ঝড়ে উড়িয়ে নেওয়ার কারণে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নেওয়া হয় শিশু ও প্রথম শ্রেণির।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, প্রখর রোদের কারণে শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষিকা বারান্দায় ক্লাস নিচ্ছেন। বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে ক্লাস চলছে। এ সময় বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে আসেন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা নার্গিস বেগম। তিনি বলেন, সাটুরিয়া উপজেলার মধ্যে মাত্র একটি মডেল স্কুল বালিয়াটীতে। অনেক পুরনো হওয়ায় স্কুল ভবন নষ্ট হয়ে গেছে।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. রুহুল আমিন জানান, এটি নামেই মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অবকাঠামো বলতে কিছুই নেই। সরকারিভাবে সংস্কার করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্কুলটি উপজেলা প্রশাসনের নাকের ডগায় হলেও তারা তা দেখেন না।

সাটুরিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাবেরা সুলতানা বলেন, অচিরেই সমস্যার সমাধান করা হবে।